বাংলায় বাউলগান সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করো।

তমাল কান্তি পাল

ডোমকল কলেজ, বাংলা বিভাগ।

বাউল প্রকৃতপক্ষে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম নয়, তা আসলে বিশেষ প্রকার এক সাধনার নাম। সুফি এবং বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের দ্বিবিধ ধারাকে আত্মস্থ করে যেন জন্ম নিল এই ধারা। এর সঙ্গে লৌকিক কামনা বাসনার যোগসূত্র নেই। সেই সাধকেরা যেকোনো ধর্মাবলম্বী মানুষ হতে পারেন। তাঁদের গানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এক পরম মানুষের নাম যিনি কখনো পড়শি, আবার কখনো বা অলেখ সাঁই। লালন তাই বলেছেন-'' বাড়ির কাছে আরশিনগর/ সেথা পড়শী বসত করে/ আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।'' এই বাড়ি হল দেহভান্ড। সাধনার দ্বারা এই দেহ ভান্ডে মনের মানুষের সঙ্গে মিলন বাউল সাধনার চরম লক্ষ্য। এর মাধ্যমে পাওয়া যায় নির্বাণ বা মুক্তি। বাউলের ভাষায় আলেখ নূর (পরমজ্যোতি), তখন তাদের পার্থিব সত্তা লুপ্ত হয়ে যায়। লালনের গানে আমরা সেই মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের ছবিটি পায়-

''মিলন হবে কতদিনে/ আর মনের মানুষের সনে।''

অর্থাৎ সীমাবদ্ধ জড়সত্তাকে বিনাশ করে দেহ এবং মনে এক হয়ে যাওয়াই বাউল সাধনার মূল কথা।

অন্যদিকে চিন্তার স্বাধীন বিকাশ ও সামাজিক বিধিনিষেধযুক্ত জীবনযাপনের আদর্শই হল বাউল সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচরণ এবং পূজা- অর্চনা, রোজা- নামাজ সম্পর্কে এঁরা যেমন উদাসীন, তেমনি বাহ্যাড়ম্বর বা পাণ্ডিত্যা ভিমানকে সর্বান্তঃকরণে, পরিহার করে তাঁরা আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে বরণীয় করেছেন। সেই জন্য তাঁদের সাধনার অপর নাম ''উল্টাসাধনা'', অর্থাৎ প্রচলিত সব সাধন পথের উল্টো তথা বিপরীত হল এই সাধনা।

বাংলার লোকায়ত সমাজে এই বাউল নামধারী অধিকাংশ সাধক হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। হিন্দু বাউলগান মুখ্যত সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম থেকে এবং মুসলমান বাউলেরা সুফিধর্মের আধার থেকে এই বিশেষ ঐশী প্রেমসাধনার ধারা তৈরি করেছেন। ফলত, সম্প্রদায়গত এক অপূর্ব সম্মিলন তাঁদের মতবাদ গীতের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বাংলার ''বাউল'' শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত ''ব্যাকুল'' শব্দ থেকে আগত। অর্থাৎ এই সাধকেরা ঈশ্বরপ্রেমে সদাই ব্যাকুল। এরা একাধারে কবি, দার্শনিক, মিষ্টিক, এবং ধর্মবেত্তা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত ''চৈতন্যচরিতামৃত'' গ্রন্থে বাউল শব্দটি উক্ত অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্থ অর্থাৎ পাগল। অন্যদিকে আবার অন্য এক সূত্র বলে, এই শব্দের আদি উৎসে আছে আরবি শব্দ ''আউলিয়ার'' যার অর্থ একজন পূর্ণ মানুষ। পাশাপাশি বাউল শব্দটির সঙ্গে সুফি দিওয়ানা শব্দের ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয় যার অর্থ সংস্কারমুক্ত প্রেমে মাতোয়ারা মানুষ। সুতরাং এক কথায় বলা যায় যে আসলে হিন্দু এবং মুসলমান-মরমিয়া এমন এক সর্বসংস্কারহীন সাধকদের এখানে বোঝানো হয় যাঁরা সর্বদাই থাকেন ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে এবং এই সাধকদের সাধনার অন্যতম অঙ্গ হল তাঁদের রচিত গান। সাধারণ অর্থে বাউলেরা সহজিয়া সাধক। তাই বাউল সংগীতের আলোচনায় সহজিয়া বৈষ্ণব ও সুফি প্রভাব স্পষ্টতই ধরা পড়ে। উপরোক্ত এই দুই মতের মতোই বাউল মতে মুর্শিদ

তথা গুরুবাদের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। বাউলের গুরু বা মুর্শিদের চরণে ভক্তদের আত্মনিবেদন বাউলগানগুলির মধ্যেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পাশাপাশি সামাজিক বিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহাত্মক মনোভাব এই বাউল গান গুলির মধ্যে দেখা যায়। যেমন-লালনের গানের মধ্যে দেখা যায়,

''সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। লালন কয় জাতের কি রূপ
... যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমান
বামনি চিনি কিসে রে
সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন
কি বলিব আমার আমি না জানি সন্ধান।''

মোটামুটি ভাবে বলা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ থেকে মুসলমান মাধব বিবি এবং আউল চাঁদকে এই মতের প্রবর্তক হিসেবে বাউলেরা স্বীকৃতি দেন। তাঁরাই বাউল মতকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সেই পথ ধরে বাউল গানের উদ্ভব হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বাউল গানের প্রথম রচয়িতা সিরাজ সাঁই। তিনি সম্ভবত যশোর জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জীবিকা ছিল পালকি বহন করা। মোটামুটি ভাবে অনুমান করা যায় ১৭২৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আমিনুদ্দিন ন্যাড়া বা আমানতউল্লাহ শাহের কাছ থেকে বাউল ফকিরি মতে দীক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর একটিমাত্র গানের সন্ধান পাওয়া যায়- **''আঠারো মোকামের খবর/ বুঝে লও তাই হিসাব করে।''** এই সিরাজ সাঁই বিখ্যাত বাউল কবি, লালন ফকিরের গুরু। আনুমানিক ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ার কুমারখালী গ্রামের নিকট এক হিন্দু কায়স্থ বংশে লালনের জন্ম হয়। তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর পরিবারের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। এক মুসলমান দম্পতি সেই অবস্থায় তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাউল ফকির সাধনপন্থায় দীক্ষা নিয়েছিলেন। লালন ফকির বাউল গানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। সীমা ও অসীমের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনায় ভাবের গভীরতায় সহজ কথায় গূঢ়তত্ত্বের অভয়ে লালন অদ্বিতীয়। বিশেষত তাঁর গান, ''খাঁচার ভিতর অচিন পাখি/কমনে আসে যায়।''

''এমন মানবজনম আর কি হবে/ মন যা বার ত্বরায় কর এই ভবে।'' প্রভৃতি গান গুলির মধ্যে দিয়ে বাউল তত্ত্বের এক অসাধারণ প্রকাশ ঘটেছে। লালনের তিরোধানের পর পঞ্জ শাহ (লালনের শিষ্য) হাউরে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, চন্ডীদাস গোঁসাই প্রমুখ বাউল সাধক ভক্তসমাজে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।